যুগান্তর

তারিখ ০৯ JAN 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

টার্গেট যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সারাদেশে ১৮ দলের কর্মসূচি চলাকালে অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলায় দেশবাসী বিপর্যস্ত। দাবি আদায় এবং নির্বাচন প্রতিহত করার নামে দুর্বৃত্তরা যেভাবে শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে, এমন নজিরবিহীন তাণ্ডবের কথা দেশবাসী আগে কখনও কল্পনাও করেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতায় সারাদেশে বন্ধ হওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকুরিচ্যুত কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম এমনিতেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় পুড়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা যে আরও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ২ জানুয়ারি বই উৎসব হলেও নানা কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানে সব বই বিতরণ সম্পন্ন হয়নি। ফলে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নতুন বইও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে শিক্ষার্থীদের মনে যে আতংক ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার উপায় কী? আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য কারণে অনেক অভিভাবক সন্তান ও পরিবারের অন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ অনুভব করেন না। এ অবস্থায় পুড়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে দেরি হলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে, এটাই কাম্য। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মেরামতের নামে যাতে কোনোরকম দুর্নীতি না হয় সেদিকেও কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

নাশকতায় এ নতুন মাত্রায় এটাই স্পষ্ট হল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা রক্ষায় জনগণকেও সম্পৃক্ত করা দরকার। তা না হলে নাশকতাকারীদের তাণ্ডবে যে কোনো সময় জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করতে পারে। নাশকতাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পুড়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়ী ভবন নির্মাণের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এসব কাজে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিক্ষানুরাগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জরুরি।

নাশকতায় শিকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমেই কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব শেষ করতে পারে না। বরং কোনো অপকর্ম সংঘটনের আগেই যাতে নাশকতাকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তেমন প্রস্তুতি থাকা জরুরি। প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য দেখে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে সৃষ্ট আতংক দূর করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত না থাকলে অপশক্তির তাণ্ডবে আমাদের দীর্ঘদিনের অর্জন যে কোনো সময় ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।